ইউনিট

৬

জাতি ও জাতীয়তা

ভূমিকা

একটি ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠী যখন নিজদেরকে এক ভাবে এবং অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে তখন তারা জাতীয়তা গঠন করে। এরূপ জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় পরিচিতি অর্জন করে জাতিতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রগুলো তাই আজ জাতিকেন্দ্রিক। ইংরেজি 'Nation' ও 'Nationality' শব্দ দুটি ল্যাটিন শব্দ 'Natio' বা 'Natus' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এদের অর্থ জন্ম। সুতরাং উৎপত্তিগত দিক থেকে জাতি ও জাতীয়তা বলতে একই বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। কিন্তু পৌরনীতিতে জাতিকে এক বিশেষ দিক থেকে অর্থাৎ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।

পাঠ– ১ : জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয় রাষ্ট্র।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- জাতীয়তার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- জাতীয় রাষ্ট্র কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.১.১ জাতির সংজ্ঞা

জাতি বলতে কতগুলো সাধারণ ঐক্যবোধে আবদ্ধ ও সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে বুঝায় । জাতি একটি বাস্ত ব ধারণা। রামজে মুইর বলেন, "জাতি এরূপ একটি জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টি যারা নিজেদেরকে প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ বলে মনে করে। তাদের ঐক্যবোধ এত দৃঢ় ও বাস্তব যে, তারা একত্রে বাস করে আনন্দ পায় এবং বিচ্ছিন্ন হলে অসন্তুষ্ট হয় এবং তাদের সঙ্গে একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ নয় এরূপ লোকের শাসন সহ্য করতে পারে না।" জাতির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রবল। জাতির সংজ্ঞা দিয়ে ম্যাকাইভার বলেন, "জাতি হল ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্ট, আধ্যাত্ম চেতনা দ্বারা সমর্থিত, একত্রে বসবাস করার সংকল্পবদ্ধ সম্প্রদায়গত মনোভাবসম্পন্ন জনসমাজ, যারা নিজেদের জন্য সাধারণ শাসন ব্যবস্থা গঠন করতে চায়।" হায়েজ জাতির সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "একটি জাতীয় সমাজ পরিপূর্ণ ঐক্য এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করে জাতিতে পরিণত হয়।" সুতরাং জাতি বলতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সেই জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা একটি স্বাধীন ভূখন্ডে বাস করে। জাতি স্বাধীন হতে পারে আবার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে পারে।

তিন প্রকারের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মানবগোষ্ঠী নিয়ে জাতি গঠিত হয়।

প্রথমত এই জনগোষ্ঠী বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, যেমন– গায়ের রং, চুল, নাক, চোখ, দৈহিক গঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে মিল থাকে।
দ্বিতীয়ত ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস, ভৌগোলিক এলাকা প্রভৃতির ভিত্তিতে এরা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী।

তৃতীয়ত এরা স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবগোষ্ঠী যারা স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করতে চায় বা স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করে।

৬.১.২ জাতীয়তার সংজ্ঞা

কতকগুলি বাহ্যিক উপাদানের দ্বারা যখন কোন জনগোষ্ঠী নিজদেরকে এক এবং অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে তখন তারা একটি জাতীয়তা গঠন করে। জাতীয়তার বাহ্যিক উপাদানগুলো হল– অভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভৌগোলিক এলাকা প্রভৃতি। তবে উপাদানগুলো জাতীয়তা গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। কেননা জাতীয়তা মূলত একটি মানসিক ব্যাপার। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "মানব জাতির সেই অংশ জাতীয়তা গঠন করেছে বলা যাবে যদি তারা সাধারণ সহানুভূতির দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হয়।" এই সহানুভূতি তাদের ও অন্যদের মধ্যে সমভাবে বিরাজ করে না। এটি তাদেরকে একে অপরের সহিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে অথচ অন্যদেরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে না। এরা একই সরকারের অধীন থাকার ইচ্ছা করে বা নিজেদের বা নিজেদের একাংশের দ্বারা সরকার গঠন করতে চায়। ফরাসী চিন্তাবিদ রেনান বলেন, "জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা ও সজীব মানসিকতা।" অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "জাতীয়তা একটি মানসিকতার ব্যাপার যা তাদেরকে অবশিষ্ট মানবজাতি থেকে পৃথক করে।" একটি জাতীয় জনসমাজ রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে জাতিতে পরিণত হয়। জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠন নাও থাকতে পারে।

৬.১.৩ জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন যে, জাতীয়তা হল সেই জনসমষ্টি যারা একই ভাষা, সাহিত্য, বংশ, ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু জাতি হল সেই জাতীয়তা যা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং স্বাধীন বা স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী। জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইস বলেছেন, "জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয় যখন তা রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে বা স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী হয়।" হায়েজ প্রায় একইভাবে বলেছেন, "একটি জাতীয় সমাজ পরিপূর্ণ ঐক্য এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করে জাতিতে পরিণত হয়।"

জাতি একটি বাস্তব ও সক্রিয় চেতনা, অপরপক্ষে জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা। জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন থাকে কিন্তু জাতীয়তার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠন অনুপস্থিত। জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নিম্নরূপে দেখান যায়,

জাতীয়তা+রাজনৈতিক সংগঠন=জাতি।

জাতি–রাজনৈতিক সংগঠন = জাতীয়তা।

ফরাসী চিন্তাবিদ রেনান যথার্থই বলেছেন, "জাতীয়তা মূলত একটি বিশেষ মানসিক ধারণা আর জাতি একটি বাস্তব সত্তা।"

৬.১.৪ জাতি রাষ্ট্র

আধুনিক রাষ্ট্রগুলো মূলত জাতিয় রাষ্ট্র। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির ভিত্তিতে যখন কোন জাতি অন্য জাতির নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না বরং জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে তখন তাকে জাতিয় রাষ্ট্র বলে। 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' হল জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি। ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক নৈকট্য ও অন্যান্য জাতীয়তার উপাদানের ক্রিয়াশীল উপস্থিতি একটি রাষ্ট্রকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে।

সার-সংক্ষেপ

জাতি ও জাতীয়তার উৎপত্তি একই উৎস হতে। জাতি হল রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ। আর জাতীয়তা মূলত মানসিক ঐক্যবোধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। Nation শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে ?

ক. ইংরেজি খ. জার্মান
গ. ল্যাটিন ঘ. ফরাসী

২। জাতীয়তা বলতে কি বুঝায় ?

ক. চিন্তা চেতনা খ. মানসিক সত্তা
গ. ভৌগোলিক এলাকা ঘ. জনসমষ্টি

৩। জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা, উক্তিটি কে করেছেন ?

ক. ম্যাকাইভার খ. রেনান
গ. লাস্কি ঘ. হবস

পাঠ– ২ : জাতীয়তার উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতীয়তার বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.২.১ জাতীয়তার উপাদান

যে সমস্ত ঐক্যসূত্র একটি জনগোষ্ঠী বা একটি জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অন্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে সেগুলোকে জাতীয়তার উপাদান বলে। নিম্নে জাতীয়তা গঠনকারী উপাদানগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হল :

(১) বংশগত ঐক্য– বংশগত ঐক্য জাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা যখন কোন জনসমষ্টি নিজেদেরকে একই কুল বা বংশ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করে তখন তারা প্রবল ঐক্যানুভূতি দ্বারা আবদ্ধ হয়। তবে আজকাল কোন জাতীয়তাই বিশুদ্ধভাবে একই বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী বলে দাবী করতে পারে না। তাছাড়া বংশগত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ ও জার্মান জাতি পৃথক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বৃটিশ বংশোদ্ভূত হয়েও আমেরিকার জনগণ আমেরিকান বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে। সুতরাং কুলগত ঐক্য জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান নয়।

(২) ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য– ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল ঐক্যানুভূতির উপাদান হিসেবে কাজ করে। তবে ভাষাগত ঐক্যও জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান নয়। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক একই জাতীয়তায় আবদ্ধ হতে পারে। আবার একই ভাষাভাষী লোক বিভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত হতে পারে। চীন ও সুইজারল্যান্ডের জনগণ একাধিক ভাষায় কথা বললেও সুদৃঢ় জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আবার আরবী ভাষা মধ্যপ্রাচ্যের সকল রাষ্ট্রের ভাষা হলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তার জন্ম দিয়েছে। ভাষার মত সাহিত্যও জাতীয়তার উপাদান। সাহিত্যে মানুষের সুখ-দুঃখ ও চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন ঘটে। সাহিত্যের মাধ্যমে একটি জাতির অতীত গৌরব, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে যা জাতীয়তার জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে। তদ্রূপ সাংস্কৃতিক ঐক্য জাতীয়তার চেতনাকে শাণিত করে। একই ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পরাজিত ও শোষিত হওয়ার ইতিহাস– এ সব কিছুই সাংস্কৃতিক ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে এবং একটি জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তার চেতনায় সংঘবদ্ধ করতে পারে। যেমন– ভাষার দাবী, শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তির কামনা বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তাদেরকে পৃথক জাতীয়তায় সংগঠিত করেছে। তবে এসব বিষয়ে ঐক্য না থাকলেও জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে।

(৩) আচরণ ও রীতিগত ঐক্য– আচরণ ও রীতি-নীতিগত ঐক্য বা দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে উঠা জীবন পদ্ধতি একটি জনগোষ্ঠীকে অপর জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে। বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব আচরণ ও রীতিনীতির কারণেই নিজেদেরকে একটি পৃথক জাতীয় জনগোষ্ঠী মনে করে আলাদা রাষ্ট্রের দাবী করে। আবার বাংলাদেশের মানুষ তাদের আচরণ ও রীতি-নীতিগত ঐক্যের কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে।

(৪) ধর্মীয় ঐক্য– ধর্ম একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর ঐকানুভূতি সৃষ্টি করে। তাই এটি জাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবুও জাতীয়তার জন্য ধর্ম অপরিহার্য নয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও মধ্যপ্রাচ্যের জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত। আবার পাকিস্তানী শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য বাংলাদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী বাঙ্গালি জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

(৫) ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য– ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিগত ঐক্য জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। জয়-পরাজয়, গৌরব ও গ্লানির স্মৃতি একটি জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে। সভ্যতা, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী তাদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে। পাকিস্তানে

বাঙ্গালিদের অত্যাচারিত হওয়ার অভিন্ন স্মৃতি, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সকলের মানসপটে চিরদিন ম্লান হয়ে থাকবে। কোন জাতির এরূপ কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও স্মৃতি যা ইতিহাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করে তা জাতীয়তা গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

(৬) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ঐক্য– একই রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা গঠনে সহায়তা করে। দীর্ঘদিন ধরে একই শাসন ব্যবস্থার অধীনে বাস করার ফলে একটি জনগোষ্ঠীর পৃথক সত্তা লোপ পেয়ে সাধারণ ঐক্যানুভূতি সৃষ্টি হয়। যেমন, বিভিন্ন বংশ ও ভাষার লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করায় তাদের মধ্যে শক্তিশালী জাতীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী বাঙ্গালীদেরকে পৃথক জাতীয়তায় সংঘবদ্ধ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে জাতিসত্তার প্রকাশ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে।

(৭) মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য ও একতাবোধ– জাতীয়তা গঠনকারী উপাদনগুলো জাতীয়তা গঠনে সহায়তা করলেও এরা একেবারে অপরিহার্য ও নিরঙ্কুশ নয়। এদের কোন একটি না থাকলেও এমনকি সব উপাদান না থাকলেও একটি জনসমাজ জাতীয়তায় পরিণত হতে পারে যদি তারা নিজদেরকে এক ভাবে ও অন্য জনসমাজ থেকে আলাদা মনে করে। এই একতা ও স্বতন্ত্র ঐক্যবোধই জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। কোন একটি বিশেষ কারণ বা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট উপাদান ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণই বাঙ্গালীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিই হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

তাই জাতীয়তা মূলত একটি মানসিক অনুভূতি। মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধই জাতীয়তার ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে একটি জনগোষ্ঠী যখন মনে করে, তারা একটি জাতীয়তা গঠন করেছে তখন তারা পৃথক জাতীয়তায় পরিণত হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "জাতীয়তা মূলত একটি মানসিক ব্যাপার যা একটি জনগোষ্ঠীকে অবশিষ্টদের থেকে পৃথক করে।" তদ্রূপ রেনান বলেন, "জাতীয়তা মূলত একটি ভাবগত ধারণা।" এটি একটি সক্রিয় মানসিক অনুভূতি।

সার-সংক্ষেপ

জাতীয়তার উপাদান একাধিক। কিন্তু বংশ, ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের ঐক্য না থাকলেও শুধু মানসিক ঐক্য ও একতাবোধের মাধ্যমে জাতীয়তা গড়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। জাতীয়তার উপাদান কোনটি ?

ক. মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য ও একতাবোধ খ. বংশ
গ. ভাষা ঘ. ঐতিহ্য

২। জাতীয়তার সংজ্ঞা কে দিয়েছেন ?

ক. হবস খ. লক
গ. লাস্কি ঘ. ব্রাইস

৩। জাতি গঠনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান কোনটি ?

ক. এক বংশ খ. এক ভাষা
গ. ঐক্যানুভূতি ঘ. এক ধর্ম

পাঠ– ৩ : জাতীয়তার দ্বি-মাত্রা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নৃতাত্ত্বিক বা জন্মগতভাবে জাতীয়তা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাঙ্গালী জাতীয়তা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তার মধ্যে ইতিবাচক সমন্বয় ঘটাতে পারবেন।

৬.৩.১ জাতীয়তার দ্বি-মাত্রা

জাতীয়তা মূলত দুইভাবে নির্ধারিত হয়। একে জাতীয়তার দ্বিমাত্রা বলা হয়। এগুলো নিম্নরূপ :

(ক) নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তা– জাতীয়তাকে জন্মগত বা কুলগত (ৎধপব) দিক হতে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয়তা বলতে একই রক্তের অধিকারী জনসমষ্টিকে বুঝায়। তারা অভিন্ন দৈহিক বেশিষ্ট্য, যেমন– গায়ের রং, চুলের রং ও ধরন, নাক, মাথা ও দেহের আকৃতি প্রভৃতির ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে অন্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক। যেমন– বাঙ্গালি, চাকমা, পাঠান, তামিল ইত্যাদি।

(খ) রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা– একের অধিক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী একটি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তায় পরিণত হতে পারে। তারা তাঁদের কুলগত বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেও একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে। যেমন– বাংলাদেশ ও আমেরিকায় বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোক বাংলাদেশী ও আমেরিকান হিসেবে গর্বের সাথে পরিচয় দেয়। তাই রাজনৈতিক জাতীয়তা বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা একই ধরনের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, একটি ভৌগোলিক এলাকায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং কোন মতেই অন্যের নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না।

জাতীয়তার এই দ্বি-মাত্রা দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। বংশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং রাষ্ট্রিক আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রভাব এই বিতর্কের ক্ষেত্রকে উর্বর করে রেখেছে। তবে সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয়তা নির্ধারণে বংশীয় ও জন্মগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। জাতীয়তা কিভাবে নির্ধারিত হয় ?
- ক. নৃতাত্ত্বিকভাবে
- খ. সামাজিকভাবে
- গ. ভাষাগতভাবে
- ঘ. ধর্মগতভাবে

২। আমাদের জাতীয়তা কোন দিক থেকে নির্ধারিত হয়েছে ?
- ক. নৃতাত্ত্বিক দিক
- খ. ভাষাগত দিক
- গ. রাষ্ট্রিক দিক
- ঘ. ধর্মগত দিক

৩। ইংল্যান্ডের বর্তমান জনগোষ্ঠী কোন বংশোদ্ভূত ?
- ক. ফরাসী
- খ. জার্মানী
- গ. আমেরিকান
- ঘ. রোমান

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য দেখান। –৬.১.৩ প্রথম অনুচ্ছেদ

২। জাতীয় রাষ্ট্র কাকে বলে? –৬.১.৪

৩। ধর্মীয় ঐক্য কিরূপে জাতীয়তা গঠন করে। –৬.২.১ (৪)

৪। জাতীয়তার দ্বি-মাত্রা ও নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তা বলতে কি বুঝেন? –৬.৩.১ প্রথম অনুচ্ছেদ

৫। রাষ্ট্রিক জাতীয়তা কাকে বলে এবং কিরূপে নির্ণয় করা যায়? –৬.৩.১ (খ)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জাতি ও জাতীয়তার কয়েকটি সংজ্ঞা দিন। –৬.১.১ ও ৬.১.২

২। জাতির সংজ্ঞা দিন। জাতীয়তা গঠনের উপাদানগুলো আলোচনা করুন। –৬.১.১ ও ৬.২.১

৩। জাতীয়তার অর্থ কি? জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য দেখান। –৬.১.২ ও ৬.১.৩

৪। জাতীয়তার উপাদনগুলো আলোচনা করুন। ঐক্যবোধ জাতীয়তার মুখ্য উপাদান কেন ? –৬.২.১

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ, ২। খ, ৩। খ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। গ, ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ক, ২। গ, ৩। খ